সংবাদ

তারিখ 10 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

কিশোরগঞ্জে বছরের শুরুতেই স্কুলে গাইড বইয়ের তাগিদ

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

সরকার গাইডবই এবং নোটবই নিষিদ্ধ করলেও কিশোরগঞ্জে প্রতি বছরই গোপনে-প্রকাশ্যে গাইড এবং নোট, বিতি হয় দেদার। কিন্ডার গার্টেন, স্কুল আর প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের তাগিদ দিচ্ছেন নির্ধারিত প্রকাশনা সংস্থার গাইড বই কেনার জন্য। বিভিন্ন কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষকরাও গাইড বইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের তাগিদ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এবার ২ জানুয়ারি সরকারিভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের বই তুলে দেয়া হয়েছে। স্কুলগুলোতে ইতোমধ্যে নতুন বছরের ক্লাসও শুরু হয়েছে। অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারি টেকস্ট বইয়ে হাত লাগানোর আগেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বলে দিচ্ছেন গাইড বই কেনার জন্য। অথচ বাজারে বিভিন্ন বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনও গাইড বই বাজারে আসেনি। কিন্তু শিক্ষকদের নির্দেশনা শুনে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন থেকেই যেন দিশাহারা। গাইড পড়বে, নাকি টেকস্ট বই পড়বে, এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়েছে দোটানায়। অভিভাবকদের মাঝেও এক ধরনের উদ্বেগ এবং ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। তারা বলছেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন আর পরিশ্রম করতে চান না। টেকস্ট বই পড়িয়ে তা থেকে উত্তর তৈরি করে দেয়ার মত পরিশ্রম তারা করতে চান না। গাইড বইয়ের তৈরি করা উত্তর মুখস্থ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এভাবে জীবনের শুরুতেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা নষ্ট করে মুখস্থ বিদ্যার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে।

প্রতি বছরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ওঠে, তারা বিভিন্ন চিহ্নিত প্রকাশনীর কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে তাদের গাইড এবং নোটবই কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ দেন। নির্ধারিত প্রকাশনীর বাইরে অন্য কোন প্রকাশনীর বই কিনলে তা পড়ানো হয় না। ফলে গত বছর এমনও দেখা গেছে, কোন কোন শিক্ষার্থীকে একটি প্রকাশনীর গাইডবই কিনে শিক্ষকের চাপে আবার অন্য প্রকাশনীর গাইডবইও কিনতে হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. গোলাম মাওলাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, যেসব স্কুলের বিরুদ্ধে গাইড বইয়ের পরামর্শ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরও জানান, এ মাসেই শিক্ষা সমন্বয় কমিটির সভা হবে। সেই সভায় তিনি বিষয়টি উত্থাপন করবেন এবং তার অধীনস্থ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দিবেন যেন কোন স্কুলে গাইড বই পড়ানো না হয় এবং গাইড বইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের তাগিদ দেয়া না হয়।